R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
সকলকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯৪ সাল
১০ই জুন, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ টাকা

জঙ্গিপুর পুরসভার নন্দলাল কমিশনাররা চেয়ার দখলেই ব্যস্ত

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ১০ মে জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিবেদনে আমরা আশঙ্কা করেছিলাম নড়বড়ে পুরবোর্ড আর বেশীদিন হয়তো সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাতে পারবে না। যতদূর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে আমাদের আশঙ্কা বোধহয় বাস্তবে তাড়াতাড়ি রূপ নিতে পারে। শোনা যাচ্ছে, বীতশ্রদ্ধ পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে তাঁর স্বপক্ষকেই একটা রীতিমত আঘাত দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি এই পুরসভার কিং মেকার বলে খ্যাত জনৈক কমিশনারকে টাইট দিতে শত্রুপক্ষের সাথে দর কষাকষি করছেন বলে খবর। বামফ্রন্টের সঙ্গে তাঁর নাকি সমঝোতা হয়ে গেছে। পুরপতির প্রীতিভাজন কয়েকজনকে পুরসভায় চাকরী দেবার প্রতিশ্রুতি পেয়েই নাকি এই সমঝোতা। সেই কথাবার্তা অনুযায়ী পুরপতি পদত্যাগ করে বামফ্রন্টের সি পি এম কমিশনার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে পুরপতি ও সি পি আই কমিশনার অশোক সাহাকে উপ-পুরপতি করায় মদত দেবেন ঠিক হয়েছে। 'কিং মেকার' ও বসে নেই। তিনিও নাকি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে ঐ একই প্রস্তাব দিয়ে জানিয়েছেন—কংগ্রেস (ই) এর (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

গৃহবধূ ও তার দুই কন্যাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে শ্বশুর-শাশুড়ী গ্রেপ্তার

অরঙ্গাবাদ : গত ৬ জুন গভীর রাত্রে সুতি থানার হাপানিয়া গ্রামের শ্যামাচরণ দাসের স্ত্রী লতিকা দাস (২৬) ও তার পাঁচ ও তিন বছরের দুই কন্যা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। গ্রামবাসী ও লতিকার বাপের বাড়ীর লোকেরা এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক অগ্নিদগ্ধে মৃত্যু বলে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন থেকে শ্বশুর, শাশুড়ী ও পিসিশাশুড়ী লতিকার উপর শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছিল। তাঁদের ধারণা—সে দিন তাকে হত্যা করে কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঐ ঘরে তখন লতিকার দুটি শিশু কন্যা ঘুমোচ্ছিল। তারাও মায়ের সঙ্গে আগুনে পুড়ে মারা যায়। লতিকার দুই মেয়ে এক ছেলে। ঘটনার আগের দিন ছেলেটিকে তার শাশুড়ী নিজের কাছে রেখে দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লতিকার শ্বশুর শাশুড়ীকে গ্রেপ্তার করে। স্বামী শ্যামাচরণ ফেরার। লতিকার বাবা (৩য় পৃষ্ঠায়)

কয়লা সরবরাহ অব্যাহত রাখতে ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এন টি পি সির নিজস্ব রেল লাইন চালু হচ্ছে

নবারুণ পয়েন্ট, ৯ জুন : বিহারের লালমাটিয়া থেকে ফরাক্কা সুপার থারমাল প্ল্যান্ট পর্যন্ত ৮৮ কিলোমিটার রেল লাইন প্রস্তুতের পথে। আজ সকালে পরীক্ষামূলকভাবে ৪৭ কিলোমিটার লাইনের উপর দিয়ে রেল ইঞ্জিন চালানো হয়। এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ আশা করছেন ৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এম জি আর লাইনটি মাস দুয়েকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে চালু হয়ে যাবে। প্ল্যান্টের প্রয়োজনে দৈনিক দু'রেক কয়লা দরকার। কিন্তু বর্তমানে দৈনিক এক রেক কয়লা আসার জন্য মাঝে মধ্যে কয়লার অভাব দেখা দিচ্ছে। যার জন্য গত সপ্তাহে আগের মজুত করা কাদামাটি মাখা কয়লা দিয়ে প্ল্যান্ট চালু রাখার ফলে প্রচুর (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

কোয়ার্টার ভাড়া দিয়ে রোজগার করছেন ব্যারেজ কর্মীরা

আহিরণ : জঙ্গিপুর ব্যারেজ কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে তাঁরা নাকি এ্যালোটেড কোয়ার্টার ভাড়া খাটিয়ে টাকা রোজগার করছেন। এমন কি ব্যাচেলারস্ ডরমেটরির ঘরগুলোও নাকি কর্মীরা নিজেদের নামে এ্যালোটেড করিয়ে ভাড়া খাটাচ্ছেন। সেখানে কয়েকজন ব্যারেজ কর্মী ছাড়া সবাই বাইরের লোক। এখানকার বেশ কিছু কর্মীর বাড়ী নিকটবর্ত্তী শহর বা গ্রামে। ফলে তাঁরা বাড়ী থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করেন। অন্যদিকে বাড়তি রোজগারের লোভে নিজেদের নামে কোয়ার্টার এ্যালটমেন্ট করিয়ে রাখেন। কর্তৃপক্ষ সবকিছু জেনেও কর্মীসংস্থাগুলিকে সন্তুষ্ট রাখতে এই সব অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন না। উপরন্তু বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যা খুশি চলছে। এমনিতেই (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

আকাশ পানির আসর জমজমাট, প্রশাসন চুপচাপ

রঘুনাথগঞ্জ : শহরের আনাচে কানাচে বোতল ভর্ত্তি হয়ে তারির আমদানী জমে উঠেছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য দেশী চোলাই এর তুলনায় তারির দাম অনেক কম এবং সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত এই তরল মাদক নিয়ে যাতায়াতেও সুবিধা রয়েছে। সেই কারণে শহরের অনেক দোকানে, রেষ্টুরেন্টে এবং কিছু গোপন আস্তানায় যথেষ্ট পরিমাণে বোতলবন্দী তাড়ি আমদানী হচ্ছে। কোল্ডড্রিংক্সের সাথে পাঞ্চ করে হোটেল-রেস্তোরাঁয় এই পানীয় (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

দিনের বাণী !

জিনিষপত্রের দাম একরকম প্রতিদিনই বাড়িতেছে। স্বল্পবিত্ত মানুষের সাধ্যের সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। মূল্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যেন সাম্প্রতিককালের প্রতি প্রত্যুষের দিনের বাণী। হাটে-বাজারে পণ্যমূল্যে আগুন লাগিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—সর্ব্বস্তরে তাহার বিস্তার ঘটিয়াই চলিয়াছে। সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াই-এ একপ্রকার পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্পর্ধিত মূল্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় জনজীবন এক প্রকার বিধ্বস্ত। সাধারণ মানুষের কাছে প্রাণধারণ একপ্রকার গ্লানি বলিয়াই অনুভূত হইতেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এখন মৃত্যু যাত্রার সামিল হইয়া পড়িয়াছে। বাঁচিয়া থাকার অর্থ এখন জীবিত থাকা নয়—জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকা। মানুষ আজ সদা উৎকণ্ঠিত, চকিত কর্ণ। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের বক্ষের পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে নাভিশ্বাস।

কথা উঠিবে—পণ্য মূল্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তো চাকরিজীবিগণের এবং পেনসন ভোগীদের ভাতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু একটির পর একটি ভাতা বৃদ্ধি করিয়াই কি মূল্য বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হইবে? ইহারা উভয়েই সমান্তরাল রেখায় ধাবিত হইবে। কেহই কাহাকেও প্রতিহত করিতে পারিবে না অথবা একটি বৃদ্ধির দ্বারা অপরটির বৃদ্ধির প্রবণতাকে রোধ করা যাইবে না। বিপরীতমুখী দুই মেরুর একটা 'টাগ অফ ওয়ার' চলিতে থাকিবে। কাজের কাজ কিছুই হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—দেশের সমস্ত মানুষ চাকরিজীবী নহেন। যাহারা সাধারণ নিম্নবিত্ত, যাহাদের উদয়াস্ত পরিশ্রমলব্ধ অর্থ নিতান্তই অল্প—ভাবিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের ছাপোষা জীবনের ট্র্যাজেডি কত গভীর। যাহাদের সংসারে লবণ আনিতে গেলে পান্তা ফুরায়—অগ্নিমূল্যের বাজারে তাহাদের অবস্থাটা কিরূপ ভয়াবহ এবং দুর্বিষহ তাহা সহজেই অনুমেয়। উত্তরোত্তর দর বৃদ্ধি করিয়া মানুষের দুর্ভাগ্যকে এমন করিয়া বাড়াইয়া তুলিতেছে কাহারা? কাহাদের জন্য দিনের পর দিন মানুষের এই অবর্ণনীয় দুর্গতি! ইহারা কি মানুষ জাতি? যদি মানুষই হয়—তবে বলিতে হইবে ইহারা প্রকৃতিতে দানব এবং প্রবৃত্তিতে পশু। ইহারা রক্তলোলুপ পশুর মতো সামাজিক মানুষের রক্ত শোষণকারী—শ্রেণীর দল। ছোট বড় যে যেমন শক্তিমান, সে সেই ভাবে চরিতার্থ করিয়া চলিয়াছে—তাহাদের উদগ্র লালসাকে। ইহাদের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস নাই, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কোন বেদনাবোধ নাই। অর্থ বৃদ্ধির অন্ধ নেশায় ইহারা এমনই উন্মত্ত যে, সাধারণ মানুষকে ভেজাল খাদ্য চড়া মূল্যে খাওয়াইতে বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করে না। অতীতে ইহাদের কুতকর্মের জন্য ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইয়া সমুচিত শাস্তি বিধানের কথা ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে কার্যক্ষেত্রে তাহা আর হয় না। সরকার যখনই অসৎ ব্যবসায়িগণের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়েন, তাহারা তখনই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া সরকারকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলে। মূল্য বৃদ্ধির লাগাম টানিতে সাধারণ মানুষকে হিমসিম খাইতে হয়। জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। দলীয় সরকার গদী হারাইবার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পিছু হঠেন। দেখিয়া মনে হয় যেন পণ্যের কারবারিগণই দেশ চালাইতেছেন। সরকার তাঁহাদের লেজুড় মাত্র।

কাজেই যতদিন এই লেজুর বৃত্তির অবসান না ঘটিবে, ততদিন জিনিষপত্রের দাম কমিবে না। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিবে। এবং যেমন খুশি বাড়িবে। ইহা দিনের বাণী ত বটেই উপরন্তু দীনেরও বাণী! প্রতিদিনের বাণী!

ভিন্নচোখে

এক উৎসবের রাজ্যে যেন পৌঁছে গেছিলাম। চারিদিকে আলোর রোশনাই। কেনা-বেচার ভিড়। নানান বয়েসী মেয়ের আনাগোনা। ভিড় পুরুষদেরও। কানে আসছিল উৎসবের গানের সুর:

'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের
কোলে...।'

কখনও 'এলো আবার ঈদ ফিরে,
এলো আবার ঈদ
চল ঈদ গাহে।
যাহার আশায় চোখে মোদের ছিল
না রে নিদ
চলো ঈদ গাহে॥'

শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হল মুসলমান সম্প্রদায়ের পবিত্র ঈদ-উল-ফেতর অনুষ্ঠান। এই ঈদ মুবারককে সবাই একসাথে মিলেছে। এক আকাশের নিচে তাদের একই সে মসজিদ। মিলিত হয়েছে সবাই ঈদগাহে। ঈদ দুনিয়াতে এনেছে 'শিরনী বেহেশতি'। এই পবিত্র দিনে দুশমনদের সঙ্গে কোন খারাপ সম্পর্ক থাকে না। গড়ে ওঠে দোস্তি। মনে পড়ে যায় নজরুলের গানের একটি অংশ:

'ঈদ এনেছে দুনিয়াতে শিরনী বেহেশতি
দুশমনে আজ গলায় ধ'রে পাতাব
ভাব দোস্তি
জাকাত দেব ভোগ বিলাস আজ
গোস্‌সা বদমস্তি
প্রাণের তশতরিতে ভ'রে বিলাব তৌহিদ
চলো ঈদ গাহে॥'

খুশীর ঈদের মূলমন্ত্র হল: 'প্রীতি দিয়ে বিশ্ব নিখিল করব মুরীদ।'

এই পবিত্র দিনে কোন জাতি-ধর্ম্ম-উচ্চ নিচ সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকে না ভেদাভেদ। এই দিনটি হল মানুষের লোভ, হিংসা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, শোষণ—সব কিছুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প গ্রহণের দিন। এই দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মহান নবীর কথা যিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার পূজারী। সেজন্য মুসলমানদের কাছে পবিত্র রমজান মাস হল মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য সংযমের মাস।

তাই মন খারাপ হয়ে যায় যখন মনে পড়ে এই রমজান মাসের পরেই ঘটে গেল আমাদের জেলায় পাশবিক গণহত্যা। সেখানের মাটিতে রক্তের আলপনা। বাতাসে রক্তের আঁশটে গন্ধ। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। স্বজন হারার বুকফাটা আর্ত্তনাদ।

কোন রাজনৈতিক শিবিরে প্রবেশ না করে নিরপেক্ষভাবে একটা কথাই বলছি সেখানে মানুষকে নৃশংসভাবে কোতল করা হয়েছে। মানুষের কোন জাতি নাই। সেইসব হতভাগ্যরা আর পবিত্র ঈদগাহে যেতে পারবে না। কোন দিনই তারা খুশীর ঈদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। মানুষ মানুষকে ভালবাসুক, মানুষের মন থেকে পাশব প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হোক—ঈদের দিনে এটাই যেন আমাদের মোনাজাত হয়।

মণি সেন

জঙ্গিপুরের টড়চা

সেইদিন এক ভদ্রলোক কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আম কেমন খাইলেন?' আমি বলিলাম কেন, যেমন করিয়া লোকে খায় আমিও তাহাই করিয়াছি।' তিনি বলিয়া চলিলেন—এইবার তো এখানে আমের ছড়াছড়ি। বাজার মাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। বাগানে বাজারে বৈঠকে এমনকি পাক্ষিকের বক্ষপুটেও।

'কিন্তু কেমন করিয়া আম খাইতে হয় জানেন কি?' —ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করিলেন। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি বলিয়া চলিলেন—বঙ্কিমবাবুর 'মনুষ্য ফল' পড়িয়াছেন কি? আমি বলিলাম—'মনুষ্য ফল' পড়িয়াছি তবে সরাসরি বঙ্কিমবাবুর নিজ নামে লেখা নয়—কমলাকান্তের বকলমের লেখা রচনায়। জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি ইঙ্গিত করিতে চাহিতেছেন? আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি আপনাদের মত আঁতেল তাঁতেল নই। তবে আমি সোজাসুজি বলিতে চাহি—অমন মোসাহেবি করিয়া সেলাম জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে খোসামোদের বরফ দিয়া শীতল করিয়া তাহাতে স্বার্থের ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইবার মত অত সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই বলিতে পারেন। তবে মহাশয়, আমের এমন বাড়-বাড়ন্ত যত্র তত্র পরিবেশন দেখিয়া মনে হয় না—সবাই জাতে পাকা। কমলাকান্তের কথায়—ইহারা কিছু কাঁচামিঠে—পাকিলে পানসে। উহাদের কুটিয়া লবণ মিশ্রিত করিয়া আম্রসী (আমসী) করাই সঙ্গত।

ভদ্রলোকটিকে বলিলাম—মহাশয়, আম লইয়া পড়িলেন কেন? এই কথার মধ্যে তাহাকে শুধাইলাম—কমলাকান্ত লিখিয়াছেন, 'এদেশে আম ছিল না, সাগর পার হতে কোন মহাত্মা এই ফল এদেশে আনিয়াছেন' —এই মহাত্মা ব্যক্তিটি কে? তাহার বিষয়ে কি কিছু আলোকপাত করিতে পারেন? আমার কথায় ভদ্রলোক যেন কেমন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহার মুখচ্ছবি দেখিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া আমড়ার বিষয়ে আসিলাম। বলিলাম—দেখুন আজকাল দামে এবং গুণে আমে আর আমড়ায় যেন ইতর বিশেষ ফারাক নাই। কারবাইড দিয়া পাকান আমের স্বাদের সঙ্গে গাছপাকা আমড়ার স্বাদের তফাৎ বিশেষ কিছুই নাই।

আমড়াও তো এখন বাজারে আসিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। তবে কাগজের বুকে তাহার নাম উঠিবে না কেন?

পদী পিসী হইতে ফয়জু পর্য্যন্ত সবাই

(৩য় পৃষ্ঠায়)

এ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা হল

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৬ জুন বহরমপুরে ওয়েষ্ট বেঙ্গল বার-কাউন্সিলের সভ্যদের নিয়ে এক সভায় ১২ জুন পর্যন্ত কর্মবিরতি আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১০ জুন বার কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। জ্যোতিবাবু ডি আই জির রিপোর্ট পড়ে বার কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য পশ্চিমবঙ্গের এ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্তকে জানান এ ব্যাপারে তিনি সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তিনি আইনজীবীদের এখনই আন্দোলন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। বর্তমান পরিস্থিতিতে বার কাউন্সিল আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে স্থির করেন। জঙ্গিপুর বার এ্যাসোসিয়েশনও ১৬ জুন পর্যন্ত আন্দোলনের মেয়াদ বাড়ান।

জঙ্গিপুরের করচা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এই টক জাতীয় ফল রান্না করিয়া তাহাকে অমৃতময় (!) করিয়া তুলিতে পারেন। খাবারের আসনে বসিয়া পা মেলিয়া চুষিয়া চুষিয়া আমড়ার আঁঠি আস্বাদন—এই চিত্র তো এই সংসারের বাস্তব চিত্র। এখানে ছোট বড়োর ভেদ নাই। নামী অনামীর কোন প্রশ্ন নাই, পুরুষ মহিলার তফাৎ নাই। সরিষা সহযোগে পাক করা আমড়ার চাটনী কাহার না ভাল লাগে! যদি ভালই না লাগে তো—গুরুচরণের নিদানকালে তাহার ধর্ম সাক্ষী করিয়া গৃহীত পত্নী বরদাসুন্দরী পান্তার সঙ্গে ডাঁটা চচ্চরী চর্ব্বন এবং... ...টকের আস্বাদন (!) রাখিয়া মুমূর্ষু স্বামীর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে যাইতে বিরক্তবোধ করিয়াছিলেন কেন? আম রসাল হইলেও আমড়ার রসও কম নয়।

—সুমন পাঠক

গ্রামের অশান্তি রুখতে পুলিশ ক্যাম্প বসলো

আহিরণ : গত ৭ জুন সুতি থানার অজগরপাড়া গ্রামে এক রিকসা প্যাডলারের সঙ্গে রাস্তায় লাইড দেওয়া নিয়ে আর এক বিয়ের দলের গরুর গাড়ী চালকের বচসা শেষ তক মারামারিতে পরিণত হয়। গরুরগাড়ী চালকের দলবল রিকসা চালককে মারধোর করে। উভয়েই অজগরপাড়ার বাসিন্দা বলে প্রকাশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পুলিশ উভয় দলের বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে এবং গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়।

শ্বশুর শাশুড়ী গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাগডাঙ্গার বিনয়কুমার সরকার আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—"আমি সকালেই খবর পেয়ে লতিকার শ্বশুর বাড়ী যাই। সেখানে গিয়ে দেখি লতিকার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লতিকার মেয়ে দুটি হাসপাতাল নিয়ে যাবার পথেই মারা যায়। ঘটনার আগের দিন আমার ছেলে হাবাধন লতিকার শ্বশুর বাড়ি গেলে তার স্বামী শ্যামাচরণ প্রকাশ করে 'তোমার বোনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। বিয়ের যে টাকা দিয়ে ছিলে তাও ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি ইত্যাদি। আমার ছেলে জানতে পারে ঘটনার দু' একদিন আগে থেকে লতিকাকে ওরা খেতে দেয়নি। এই মর্মে সুতি থানায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করি, যাহার নম্বর Suti P. S. case No.3 dt. 7. 6, 87, কিন্তু থানার মেজবাবু জোরপূর্বক আমার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করে নেন। আমি তাতে আদৌ সম্মত ছিলাম না, এখনও নই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মেয়েকে ওরা হত্যা করে পুড়িয়ে দিয়ে সবরকম প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ শহরাঞ্চলস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টি প্রকল্পের জন্য পাঁউরুটি সরবরাহের 'দরপত্র' গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি :

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা), মুর্শিদাবাদ অধীনের পৌর এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের নিমিত্ত মোট ৪৫০ গ্রাম ওজনের (৭৫ গ্রাম ৬টি সমান খণ্ডে বিভক্ত) রুটি সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি বেকারী সমূহের নিকট হতে গালা মোহর করা খামে 'দরপত্র' আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ ২৩-৬-৮৭ তারিখ পর্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে (শনিবার বাদে অন্য সমস্ত কাজের দিন) বেলা ১২ থেকে ৪টা পর্যন্ত বিশদ নিয়মাবলী ও 'দরপত্রের' নির্ধারিত ফর্মের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। 'দরপত্র' জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫-৬-৮৭ বেলা ২টা পর্যন্ত। ঐ দিনই বেলা ৩ ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট বেকারীদের উপস্থিতিতে 'দরপত্র' খোলা হবে। সর্বনিম্ন 'দরপত্র' গ্রহণে এই অফিস বাধ্য নাও থাকতে পারে। প্রয়োজনে কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন বা সকল 'দরপত্র' অগ্রাহ্য করবার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারীর রইল।

স্বাক্ষর : সুদর্শন বিশ্বাস
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা)
মুর্শিদাবাদ

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN—742236 DIST. MURSHIDABAD (W. B.)

GRAM : THERMPOWER

CORRIGENDUM

ENLISTMENT OF VENDOR

The last date of submission of application is extended to 15th July 1987.

Chief Materials Manager
F. S. T. P. P./N. T. P. C.

চেয়ার দখলেই ব্যস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দু'একজন সদস্যকে নিয়ে তিনি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে পুরপতি হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে চান। সেক্ষেত্রেও দরাদরি চলছে তাঁর কয়েকজনের চাকরী নিয়ে। দুই পুরাতন কমিশনারের টাগ অফ ওয়ারে কি হবে তা বলা কঠিন। তবে স্থানীয় কংগ্রেস হাইকমাণ্ড নাকি কিং মেকারের এ প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। তাঁরা কোন প্রকারেই সি পি এমের হাতে পুর ক্ষমতা তুলে দিতে রাজী নন। প্রকাশ, কংগ্রেস নাকি এস ইউ সির একমাত্র কমিশনার মৃণাল ব্যানার্জীকে দলে টেনে তাঁকে পুরপতির পদে বসাতে আগ্রহী। এস ইউ সি এই সুযোগ কতটা কাজে লাগাবেন দেখার জন্য পুরবাসীরা অপেক্ষা করছেন। এস ইউ সির অনেকে মনে করেন তাঁদের সমর্থন ছাড়া যখন বোর্ড দখল করা সম্ভব নয়, তখন বামফ্রন্ট জোট বা কংগ্রেস পক্ষ তাঁদের কমিশনারকে চেয়ারম্যান মেনে নিক। তবে অসুবিধা দেখা দিয়েছে কংগ্রেস (ই) এর মধ্যে। কিং মেকারকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সদস্য ৬, সেক্ষেত্রে কংগ্রেস (ই)র পক্ষে এস ইউ সিকে সঙ্গে নিয়ে বোর্ড গঠন সম্ভব নয়। তাই একথা বলা চলে এখন যা পরিস্থিতি তাতে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যেরই পাল্লা ভারী। আরো খবর—এস ইউ সি দল মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের কর্তৃত্ব মানতে রাজি নন। তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন মৃগাঙ্কবাবুর নেতৃত্বে বোর্ড গঠনের চেষ্টা হলে তাঁরা সমর্থন তুলে নেবেন। চেয়ারম্যান শ্রীপাণ্ডেকে নাকি এস ইউ সি কমিশনার অনুরোধ করেছেন এখনই তাঁর পদত্যাগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নিতে। কমিশনার মৃণাল ব্যানার্জী একজন এ্যাডভোকেট। তাঁর দাবী যদি সি পি এম এস ডি পি ও র বিরুদ্ধে এ্যাডভোকেটদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁদের অস্বীকারজনক ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ান এবং আন্দোলন সমর্থন করেন তবে তিনি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে সমর্থন করতে রাজী আছেন। তবে একটা প্রশ্ন—দলীয় সংগঠনের নিয়মানুযায়ী দলীয় বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে দুটি পদে থাকতে পারেন না। তাই পুরসভায় বামফ্রন্ট সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য পুরপতি কিংবা সংগঠনের বিশেষ পদের যে কোন একটি রাখতে পারবেন। যদি মৃগাঙ্কবাবু সংগঠনের পদ না ছাড়তে চান তবে পুরপতির আসনে বসবেন সেই দলের অন্য কোন কমিশনার। অবশ্য কোন নামই এখনও ঠিক হয়নি। এইসব টানাপোড়েনে পুরবোর্ড সুতোয় ঝুলছে। কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না। সুযোগ সন্ধানী বেশ কিছু কর্মচারী এই ডামাডোলের সুযোগে মনের আনন্দে আখের গুছাচ্ছেন।

প্রশাসন চুপচাপ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরবরাহ করা হচ্ছে বলে খবর। শহরের বুকে ফাঁসিতলার আশেপাশে তাড়ি, চুল্লু ও বিভিন্ন দেশী চোলাই এর আড্ডারও খবর পাওয়া যায়। নেশাগ্রস্তদের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া, খিস্তিখেউর প্রায় রাতের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করছে। শুধুমাত্র প্রশাসনই শুনতে পান না। শহরের শান্তিপ্রিয় মানুষ এই আড্ডাগুলির উচ্ছেদ এবং যারা এই সব ব্যবসায়ের পাণ্ডা তাদের শাস্তি দাবী করছেন।

রেল লাইন চালু হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিমাণে ছাই জমে যায়। সেই ছাই পরিষ্কার করতে পুরো একদিন দুটো ইউনিটই বন্ধ রাখতে হয়। কয়লা সরবরাহে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনতেই এই 'মেরি গো রাউণ্ড রেলওয়ে সিষ্টেম' এ বিহারের তিনটি জেলার উপর দিয়ে রেল লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। ৮৮ কিলোমিটার রেল লাইন নির্মাণে খরচ পড়বে প্রায় ২৩ কোটি টাকা এবং সময় লাগবে প্রায় চার বৎসর। বিহারের জায়গা অধিগ্রহণে গণ্ডগোল দেখা দেওয়ায় বেশ কিছু অতিরিক্ত সময় লাগল বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

রোজগার করছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যারেজ কর্মীদের প্রতি কোয়ার্টারে ৩০ ইউনিট পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খরচের মূল্য দিতে হয় না। তবুও জানা যায় অনেক কোয়ার্টারে কোন মিটারই নেই। দীর্ঘ কয়েক বৎসর থেকে কিন্তু মিটারবিহীন কোয়ার্টারে বিদ্যুৎ বিল তৈরী হয়ে আসছে। কিভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে তা রহস্যে ঢাকা। এ যেন 'হরি ঘোষের গোয়াল'। এসব অব্যবস্থা বন্ধে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই।

বিশ্ব বিখ্যাত

লারসেন অ্যাণ্ড টুব্রোর সিমেণ্ট

নিশ্চিন্তে ব্যবহার করুন

কারণ এর—

★ উচ্চতর শক্তি
★ সুনিশ্চিত মূল্য
★ অপরিবর্ত্তনীয় উৎকর্ষ

যা বাজারের অন্য কোন সিমেণ্টের মধ্যে পাওয়া যায় না।

পশ্চিম জার্মানীর কুশলী সিমেণ্ট বিশেষজ্ঞদের নবতম আবিষ্কার। ইহা উচ্চশক্তি সম্পন্ন। যে কোন নির্মাণ কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। ঢালাই ও প্লাষ্টারিং-এর কাজে দ্রুত জমাট বাঁধা এবং পরিমাণে কম লাগে।

লারসেন অ্যাণ্ড টুব্রোর সিমেণ্ট মানেই নিরাপত্তার সুনিশ্চিত গ্যারাণ্টি

সত্বর যোগাযোগ করুন ঃ

অনুমোদিত ষ্টকিষ্ট ঃ এন, এল, মুন্দ্রা

জঙ্গিপুর ফোন ঃ ২১

এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাওয়া যাচ্ছে

যোগাযোগ করুন ঃ গৌতম ফার্মেসী, হাসপাতাল মোড়

যৌতুকে V I P

সকল অনুষ্ঠানে V I P

ভ্রমণের সাথী V I P

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুসুর দোকানের

V I P সেন্টারে

এজেণ্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুসুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন অ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।